কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ সপ্তম সংখ্যা ❑ কার্তিক-১৪৩২, অক্টোবর-নভেম্বর-২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮

টাংগাইলে বালাইনাশকের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ ... ২

রাজশাহীতে আন্তঃখাত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ অগ্রাধিকার ... ৪

পাবনা সদরে ১০৪৮০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ... ৫

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ব্রি ধান১০৩ জাতের মাঠ ... ৬

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন হবে – মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার আমন ধানে বাম্পার ফলন হবে। তবে আলুর অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে দাম কমে গেছে, ফলে কৃষক লোকসানের মুখে পড়েছেন। উপদেষ্টা বলেন, আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে, আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত অনুকূলে থাকলে ভালো ফলন হবে। ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পেঁয়াজের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, পেঁয়াজের উৎপাদন এবার ভালো। আমদানি করতে হচ্ছে না। উপদেষ্টা আরও জানান, শীতকালীন সবজি বাজারে আসা শুরু হয়েছে, ফলে দাম ধীরে ধীরে কমবে। গতবারের তুলনায় এবার প্রায় দ্বিগুণ আলু রপ্তানি হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এবার সবজির দাম নাগালের মধ্যে থাকবে। সারের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, সারের কোনো

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

বিএআরসি অডিটোরিয়ামে ‘Workshop on Transforming Bangladesh Agriculture Dhaka and Mymensing Region’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ‘Workshop on Transforming Bangladesh Agriculture: Dhaka and Mymensingh Region’ শীর্ষক কর্মশালা গত ২৩ অক্টোবর ২০২৫ রাজধানীর বিএআরসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook 2050” পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, খামারি অ্যাপের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সিলেট অঞ্চলে “Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত TARAPS Project এর আওতায় “Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০” শীর্ষক ‘আঞ্চলিক কর্মশালা’ সিলেটের একটি হোটেলে ০২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) খান

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পাবনা সদরে প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় ও ফিল্ড ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষকদের সাথে মতবিনিময়

পাবনা সদর উপজেলায় প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশের (পার্টনার) আওতায় ভাড়ারা ইউনিয়নে বাস্তবায়িত কৃষক মাঠ স্কুলের কৃষকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) মোঃ রাফিউল ইসলাম, পাবনা সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জাকিরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা। এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, কৃষক মাঠস্কুলের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের আধুনিক ও জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্মার্ট কৃষকে পরিণত করা। এর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রদর্শনী মাঠ দিবস এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের নতুন প্রযুক্তি, উন্নত বীজ, ফসলের নিবিড়তা, পুষ্টি ও বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করা হচ্ছে। মতবিনিময় শেষে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে পার্টনার ফিল্ড স্কুল সংলগ্ন পার্টনার প্রোগ্রামের অধীন প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ব্রি ধান১০৩ জাতের ধানের ২ একর প্রদর্শনীর ওপর ৫০ জন কৃষক নিয়ে ফিল্ড ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, ব্রি ধান১০৩ এর জীবনকাল ১২৮-১৩৩ দিন; উপযুক্ত পরিচর্যা করতে পারলে এর ফলন হেক্টরে ৮.০ টন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব; ধানের চাল লম্বা, চিকন, সাদা ও বাজারমূল্য বেশি; রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম; গাছ খাটো ও শক্ত হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না; খড়ের ফলনও ভালো। এছাড়াও নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও পুষ্টি সম্মত খাদ্য গ্রহণ; কৃষি ও গ্রামীণ খাতে উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন; উন্নত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ব্যবহার এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

বরিশালে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টের (এসএসিপি) কর্মশালা ১৯ অক্টোবর বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাবুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (আরএআরএস) সেসিনার কক্ষে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মো. আব্দুর রশীদ। আরএআরএসর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সহিদুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদার। কী-নোট স্পিকার হিসেবে ছিলেন এসএসিপি প্রকল্পের কম্পোনেন্ট কো-অডিনেটর ড. পরিমল চন্দ্র সরকার।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএআরআইর মুখ্য *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১*

টাংগাইলে বালাইনাশকের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজিত

টাঙ্গাইল জেলার আয়োজনে বালাইনাশক বিক্রেতাদের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতবিনিময়

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল জেলার আয়োজনে প্রতিটি উপজেলায় বালাইনাশক বিক্রেতাদের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মোঃ আরিফুল হাসান এর উদ্যোগে, উপপরিচালক, মোঃ আশেক পারভেজ এর দিকনির্দেশনায় উক্ত জেলার ১২টি উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিসারদের সার্বিক সহযোগিতায় ১০৭ জন পাইকারী বালাইনাশক বিক্রেতা, ১৩১২ জন খুচরা বালাইনাশক বিক্রেতা এবং ৬০ থেকে ৭০ জন কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়ে বালাইনাশকের সুষ্ঠু ব্যবহার, বালাইনাশক লাইসেন্সিং পদ্ধতি, বালাইনাশকের বিভিন্ন আইনকানুন, বালাইনাশক বিক্রিতে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বালাইনাশক বিক্রিতে তাদের ভূমিকা, কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত অনুমতিপত্র সাপেক্ষে বালাইনাশক বিক্রি নিশ্চিত করা এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঠিক মান নিশ্চিত করে তাদের বালাইনাশক বিক্রি, খুচরা ও পাইকারি বালাইনাশক ডিলারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং নতুন পণ্য বাজারজাতকরণ সময় অবশ্যই স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করা এবং ডিলারদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে বালাইনাশক বিক্রির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক মোঃ আশেক পারভেজ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন "ফলন বৃদ্ধির জন্য বালাইনাশক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও এর অযথা ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিবেশ, প্রাণীকুল এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই এখন সময় এসেছে বালাইনাশক ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করার। তিনি আরও বলেন "সরকার এখন নিরাপদ কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের প্রতিটি ধাপে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ জরুরি। কৃষক, কৃষি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব"। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মোঃ আরিফুল হাসান এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এবং উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসারবৃন্দ। এ সময় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মোঃ আরিফুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলায় মতবিনিময় সভা গত ১২/০৮/২০২৫ তারিখ ধনবাড়ি উপজেলা থেকে শুরু করে ০৬/১০/২০২৫ তারিখে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা দিয়ে সফলভাবে শেষ হয়। সচেতনতামূলক এ সভায় অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাগণ অনেক উপকৃত হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন তারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সভার আয়োজন করার জন্য তারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত প্রযুক্তিগুলো শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উপকেন্দ্র জামালপুর এর আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জামালপুরের বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় গত ২৭ অক্টোবর সকাল ১০টায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, বিনা উপকেন্দ্র জামালপুরে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত প্রযুক্তিসমূহ বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ এর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. সালমা লাইজুর সভপতিত্বে কাজ করে। জামালপুর জেলায় প্রচুর চর এলাকা রয়েছে সেখানে বিনা উদ্ভাবিত চিনাবাদাম চাষ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষকের কাছে সঠিক মানের বীজ পৌঁছে দিতে হবে তা না হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ফলন অনেক কমে যাবে। প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বাড়ছে আর আবাদি জমি কমছে। এই খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় স্বল্পমেয়াদী জাত অবমুক্ত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। বিনার পক্ষ থেকে শস্যবিন্যাস তৈরি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে দিতে হবে তাহলে কাজ করতে সুবিধা হবে। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহের মহাপরিচালক ড. শরিফুল হক ভূঞা

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহের মহাপরিচালক ড. শরিফুল হক ভুঞা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মন্‌জুরুল কাদির, বিনা ময়মনসিংহ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ড. মাহবুবুর রহমান খান, বিনার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ময়মনসিংহের ড. ফাহমিনা ইয়াসমীন। প্রধান অতিথি বলেন, বিনার অনেক ভালো ভালো জাত আছে যা কৃষকের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিনা সব ফসলের স্বল্পমেয়াদি জাত নিয়ে গবেষণা করে, যা কৃষকের উপকারে আসে এবং অঞ্চলভিত্তিক জাত নিয়ে করেন বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বীজ উদ্যোক্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকগণ, জেলা ট্রেনিং অফিসার, জেলা বীজ প্রত্যায়ণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিএডিসি, বিনার বিজ্ঞানীগণ প্রমুখ। সবাই বিনার বিভিন্ন ফসলের জাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি বলেন আমাদের অনেক জাত আছে এর মধ্যে থেকে ভালো মানের কিছু জাত নিয়ে কাজ করতে হবে। সবাইকে ধন্যাবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

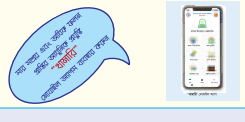

রাজধানীতে বি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের টেকসই সম্প্রসারণ ও বাণিজিকীকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজিত

রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক বাস্তবায়িত অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে "ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের টেকসই সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণ" বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়। গত ২২/১০/২৫ তারিখ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, হাইব্রিড জাতের ধানের টেকসই সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণে এই প্রযুক্তির বিস্তার নিশ্চিত করতে আমাদের কৃষি বিভাগ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে হবে। দেশের জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করা অত্যন্ত জরুরি সেক্ষেত্রে ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধান এই চাহিদা পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধানের উচ্চফলনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কম খরচে অধিক উৎপাদন কৃষকদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ) মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ছাইফুল আলম। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম আনিস উদ দৌলা, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড অ্যাসোসিয়েশন এবং চেয়ারম্যান, এসিআই লিমিটেড। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ জামিল হাসান। উক্ত মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার আমন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংকট নেই, আর অন্তর্বর্তী সরকার থাকাকালীন সংকট হবে ও না। কৃষকের জন্য নির্ধারিত দামে সার দেওয়া হবে। আমদানি মূল্য বাড়লেও সরকার ভর্তুকি দেবে। তিনি জানান, সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের জন্য খাদ্য ফসল উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা কৃষি জমি সুরক্ষা আইন করার উদ্যোগ নিয়েছি। যেন ভবিষ্যতে কৃষিজমি নির্বিচারে দখল বা ব্যবহার পরিবর্তন রোধ করা যায়। এ সময় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চঞ্চল কুমার মিস্ত্রী, বিএআরআই পটুয়াখালীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলিমুর রহমান, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এইচ এম খয়রুল বাশার, ভোলার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাইনুল ইসলাম, বরিশালের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শর্মিলা দাস সেতু, ভোলার কৃষি উদ্যোক্তা আক্তার হোসেন, আমতলীর কৃষক ওমর আলী, কলাপাড়ার কৃষক মো. জয়নাল প্রমুখ। কর্মশালার ডিএই, বিএআরআই, বিএডিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা এবং কৃষি উদ্যোক্তা, প্রগতিশীল কৃষক, সার ও বীজ ডিলার মিলে ৪০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিকে সমৃদ্ধ করাই আমাদের লক্ষ্য। এর অংশ হিসেবে এসএসিপি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। যেহেতু কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়ন করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য; তাই কৃষকের পাশে থেকে আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো।

নাহিদ বিন রফিক
কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মো. আব্দুর রশীদ

"Transforming Bangladesh Agriculture

শেষ পৃষ্ঠার পর

নয়, বরং কৃষি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। তিনি জানান, বাংলাদেশের মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আমরা আগামী ২৫ বছরের জন্য কৃষি নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা করছি। খামারি অ্যাপের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, অ্যাপটি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের জন্য ডিজিটাল ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে কাজ করবে। ভূগর্ভের পানির স্তর কমে যাওয়ায় আশংঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন আমাদের পানি সাশ্রয়ী ফসল উৎপাদনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসলজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি আলুসহ অন্যান্য ফসলের একমুখী উৎপাদনের পরিবর্তে কৃষকদের প্রয়োজনে প্রণোদনা নিশ্চিত করে বহুমুখী ফসল সারা বছরব্যাপী উৎপাদনের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের কার্যক্রম এবং টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ আজিজুর রহমান। পরিশেষে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় আগামী ২৫ বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান। ওয়ার্কশপে আগত সব ধরনের সুবিধাভোগীগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর, ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং সাধারণ কৃষক।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

রাজশাহীতে আন্তঃখাত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ অগ্রাধিকার প্রক্রিয়ার ওপর উপজাতীয় কর্মশালা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান, এনডিসি

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু উপযোগী জীবিকা গড়ে তোলা বিসিআরএল প্রো পরিবেশ বিভাগ, পরিবেশ ভবন আগারগাঁও, ঢাকা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের সম্মেলন কক্ষে আন্তঃখাত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ অগ্রাধিকার প্রক্রিয়ার উপর উপজাতীয় কর্মশালা শিরোনামে কর্মশালা ও অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর মহাপরিচালক, ড. মো. কামরুজ্জামান, এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর ভূগোল ও পরিবেশগত অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মো. লতিফুর রহমান সরকার, রাজশাহী পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোছা: তাছমিনা খাতুন ও কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর (ডিএই), বিসিআরএল প্রকল্পের ড. এম. লোকমান হোসেন মজুমদার। বিসিআরএল প্রকল্প পরিচালক রাজিনারা বেগম এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও উপজেলা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি বিপণণ, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা কৃষক ও উদ্যোক্তাগণ।

ইন্টার-সেক্টরাল প্ল্যানিং এবং ইনভেস্টমেন্ট প্রসেসের ওপর মূল নোট পেপার উপস্থাপনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর ভূগোল ও পরিবেশগত অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. লতিফুর রহমান সরকার তার পাওয়ার পয়েন্ট আলোচনায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য, পুষ্টি ও পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ও এর থেকে মুক্তির উপায়। সেই সাথে জলবায়ুপরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানের উপায় উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. মো. কামরুজ্জামান এনডিসি বলেন, কৃষিবিদ হিসেবে আপনারা দক্ষ আপনারা কৃষিকে অনেক উপরে তুলে ধরেছেন এবং এই ধারাবাহিকতায় কাজ করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে এমন কোন কাজ করবেন না যা পরিবেশের ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে ও সচেতন হওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জনান। তিনি আরো বলেন বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আন্তঃখাত পরিকল্পনা জোরদার করতে হবে এ ছাড়াও কর্মশালায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিপণন খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, নতুন প্রযুক্তি নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

পাবনা সদরে ১০৪৮০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

০৩ নভেম্বর ২০২৫ পাবনা সদর উপজেলায় ১০৪৮০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রবিশস্যের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপপরিচালক মহোদয় বলেন, আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক পরিশ্রমী। তারা নতুন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সাদরে গ্রহণ করেন। ফসল ফলিয়ে দেশের সকল মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করছেন। তাই সরকারের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে করেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ রাফিউল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), ডিএই, পাবনা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষিবিদ জাকিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা সদর উপজেলার সকল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রবি ২০২৫-২৬ মৌসুমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবনা সদর উপজেলার দশটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার মোট ১০৪৮০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে এ বীজ ও সার প্রদান করা হয়। এ সময় ৫৫০০ জন সরিষা চাষির প্রতিজনকে ০১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রণোদনা প্রদান করছেন কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক
উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও সবজির বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। আপনারা এই বীজ এবং সার দিয়ে মাঠে ফসল উৎপাদন করবেন। বিনামূল্যে পাওয়া বীজ এবং সারের উপহার অপব্যবহার না করা ও প্রতিটি জমিকে ফসল আবাদে সঠিক ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ মেহেদী হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা। এ সময় তিনি বলেন, কৃষকরা দেশ গড়ার কারিগর। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নিয়মকানুন মেনে চাষাবাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন কৃষিবিদ শৈলেন কুমার পাল, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এর সঞ্চালনায় এমওপি সার; ৩০০০ জন গম চাষির প্রতিজনকে ২০ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ এমওপি সার; ৭০০ জন মসুর চাষির প্রতিজনকে ০৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ০৫ এমওপি সার; ৬৫০ জন পেঁয়াজ চাষির প্রতিজনকে ০১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ এমওপি সার; ৩০০ জন খেসারি চাষির প্রতিজনকে ০৮ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ০৫ এমওপি সার; ২৫০জন চিনাবাদাম চাষির প্রতিজনকে ১০ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ০৫ এমওপি সার; ৪০ জন অড়হর চাষির প্রতিজনকে ০২ কেজি বীজ, ০৫ কেজি ডিএপি ও ০৫ এমওপি সার এবং ৪০ জন সূর্যমুখী চাষির প্রতিজনকে ০১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ এমওপি সার প্রদান করা হয়।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

নাটোর জেলায় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলা' ২০২৫ উদ্বোধন

জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নাটোরের উদ্যোগে গত ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার বেলা ১১টায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলার" উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন নাটোর জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ' প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এই মেলায় জেলার কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্ল্যান ডক্টর ক্লিনিক, উপকরণ প্রদর্শন স্টল, প্রযুক্তি কর্নার, পুষ্টি গ্রাম, আধুনিক যন্ত্রপাতি, নারী উদ্যোক্তাসহ মোট ২১টি স্টল প্রদর্শিত হয়েছে। মেলায় জেলার সাতটি উপজেলা থেকে সর্বাধিক পরিমাণে উৎপাদিত রসুন, পেঁয়াজ, সরিষা, ধান, গম, ভুট্টা এবং মুগডাল দিয়ে তৈরিকৃত নাটোর জেলার মানচিত্র দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন বলেন, এই মেলার মাধ্যমে কৃষক, উদ্যোক্তা, গবেষক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে আধুনিক কৃষি উদ্ভাবন, জৈব চাষ, পুষ্টি সচেতনতা ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে যা টেকসই কৃষি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তিনি আরো বলেন, কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিতে নিয়মিত ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। সার ও ডিজেলসহ সকল উপকরণ সহজলভ্য করা হয়েছে। কৃষকদের মাঝে নতুন নতুন প্রযুক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন বীজের উদ্ভাবন সরকার গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোরের উপপরিচালক মো. হাবিবুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাটোর জেলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল বারী মির্জা এবং পুলিশ সুপার মো. তারিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ কিশোয়ার হোসেন।

মেলা উদ্বোধনে জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রিন্ট-ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, কৃষক,কৃষি উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মেলায় কৃষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে লেবু, পেঁয়ারা ও সুপারির চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলা চলে ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত।

মোছাঃ সুমনা আক্তারী, কৃতসা, রাজশাহী

AisTube
'এআইএস টিউব'

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ব্রি ধান১০৩ জাতের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ব্রি-১০৩ জাতের মাঠ দিবসে বক্তারা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয় এর আয়োজনে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রামু উপজেলার সহযোগিতায় নতুন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থান ভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন (এলএসটিডি) প্রকল্পের অর্থায়নে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

খুলনা অঞ্চলের আয়োজনে বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২৫ পালিত হয় গত ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ ইং তারিখে। খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উদ্ভিদ সংগোনিরোধ উইংয়ের পরিচালক মো: আব্দুর রহিম, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মো: শহীদুল ইসলাম, পরিচালক, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এন্ড সাসটেইএবিলিটি, সিনজেনটা, বাংলাদেশ লিমিটেড, জনাব এস এম রাশিদুল ইসলাম, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও জনাব শাহীনুর শহীদ শাহীন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এগ্রিকালচার জার্নালিস্ট ফোরাম। *কৃষিবিদ শারমিনা শামিম কৃতসা, খুলনা*

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তারুণ্যের উৎসব ২০২৫" এর কার্যক্রম উদ্বোধন

নবীন প্রজন্মকে কৃষির প্রতি আগ্রহী করতে নতুন পদক্ষেপ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "তারুণ্যের উৎসব ২০২৫" এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মোস্তফা এমরান হোসেন। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, শাহআলম মজুমদারের সঞ্চালনায় উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. জাহাঙ্গীর আলম লিটনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্যোক্তা, কৃষক ও জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। শহীদ কামরুল মিয়ার পিতা নান্নু মিয়া জানান, সরকারের এই উদ্যোগে আমরা সাধুবাদ জানাই। কৃষিতে তরুণদের অংশগ্রহণ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মোস্তফা এমরান হোসেন জানান সরকার আধুনিক কৃষিতে তরুণ এবং শিক্ষিত শ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে নানামূখী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বাণিজ্যিক কৃষিতে তাদের পদচারণা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। উপজেলা সূত্র জানায়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্যোক্তা, কৃষক ও জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

সিলেট অঞ্চলে "Transforming Bangladesh

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোঃ রেজা-উন-নবী; এফএও এর টেকনিকেল অ্যাডভাইজার মার্টিন মগাস্টিনি ও গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন ডিএই, সুনামগঞ্জের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: উমর ফারুক; পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অধিশাখার যুগ্ম সচিব কামরুল হাসান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান। সিলেট অঞ্চলের কৃষি পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি, মাননীয় কৃষি সচিব তার বক্তব্যে বলেন, সরকার কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০৫০ সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই নিমিত্তে কৃষিক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ এবং সকল সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন সিলেট অঞ্চলে ভিন্ন মাত্রায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এখানে রয়েছে হাওর, পাহাড়-টিলা ও প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি, এসব অনাবাদি পতিত জমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তিনি কৃষকদের পেস্টিসাইড ও রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহার করতে বলেছেন এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি সবাইকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে দেশের কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান। কর্মশালায় আগত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা ও কৃষকসহ সব ধরনের স্টেকহোল্ডারদের গ্রুপ ভিত্তিক ও উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিশাখার যুগ্ম সচিব, উপসচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিলেট অঞ্চলের ডিএই, এআইএস, ব্রি, বারি, বিনা এসআরডিআই, বিএডিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ব্রি ধান১০৩ জাতের

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

আমন মৌসুমের ব্রি ধান-১০৩ জাতের ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস এবং বীজ সংরক্ষণ পাত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ নভেম্বর কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় সকালে পশ্চিম চাকমারকুলে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কক্সবাজারের প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার এবং আঞ্চলিক প্রধান ড. ফজলুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন। চাকমারকুল ইউনিয়নে কর্মরত উপসহকারি কৃষি অফিসার মোঃ জাকারিয়া এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে বক্তব্য রাখেন রামু উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ তানজিলা রহমান, সাইন্টিফিক অফিসার মোজাম্মেল হক, কৃষি তথ্য সার্ভিস কক্সবাজারের লিয়াজোঁ অফিসার মোঃ লোকমান হাকিম, কৃষক আবদুল মান্নান প্রমুখ। চলতি আমন ২০২৫ মৌসুমে কক্সবাজার জেলায় এলএসটিডি প্রকল্পের আওতায় ১ একরের ১২৫টি জাত প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে।

বক্তারা বলেন, ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে ব্রি ধান১০৩ জাত চাষ করে ২৫ মণের অধিক ফলন পাওয়া যায়, যা প্রচলিত আমন মৌসুমের যেকোন জাতের চেয়ে বেশি। জাতটির জীবনকাল ১২৮-১৩৩দিন হওয়ায় আগাম শীতকালীন সবজি চাষেও কৃষকদের জন্যে সুবিধা হবে। এছাড়া জাতটিতে পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম, ফলন বেশি হওয়ায় আমন মৌসুমে কৃষকদের জন্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত হবে বলে আমরা আশাকরি। মাঠ দিবসে ব্রির বিজ্ঞানীগন উক্ত ইউনিয়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের আশা প্রকাশ করেন এবং সে লক্ষ্যে এলাকার কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধান চাষের সকল ধরনের সুবিধা দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

পুষ্টি কর্নার : আমলকী

আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীতে মোট খাদ্যশক্তি ৪৪ কিলোক্যালরি, পানি ৮৬.৭, আমিষ ০.৮ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৮.৩ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ৩.৪, ক্যালসিয়াম ৩২ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৯ মিলিগ্রাম, জিংক-০.৩০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন -এ ১ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০২ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লবিন ০.০৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৪৫৩.৪ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আমলকীর রস যকৃৎ, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমূত্র, অজীর্ণ ও জ্বর নিরাময়ে বিশেষ উপকারী। আমলকীর রসের শরবত জন্ডিস, বদহজম ও কাশির হিতকর। বাংলাদেশে বাউ আমলকী-১ ও বারি আমলকী-১ নামে আমলকীর দুটি অনুমোদিত জাত রয়েছে। ত্রিফলার এক ফল হিসেবে বেশজনপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয়। কেটে শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। মুখের রুচি ও হজমশক্তি বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

সারের কোনো সংকট নেই, দামও

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান, গাজীপুর জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিন, পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী মোহাম্মদ জাবের সাদেকসহ জেলার উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। দিনের অপর কর্মসূচিতে উপদেষ্টা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২৫ এর উদ্বোধন ও বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে কৃষি উৎপাদন, সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

বিএআরসি অডিটোরিয়ামে 'Workshop on

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ, ভূমি ও কৃষিজমি ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং পরিমিত সার ও বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর-সংস্থা ও কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে এ লক্ষ্যে কাজ করছে।

নীতিমালা প্রণয়ন এবং পরিমিত সার ও বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর-সংস্থা ও কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে এ লক্ষ্যে কাজ করছে। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন FAO Bangladesh প্রতিনিধি Jiaoqun Shi (জিয়াওকুন শি), বি এ আর সি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীন বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণ ডিএইর ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

আমনের বাম্পার ফলনের প্রত্যাশা মাননীয় কৃষি

শেষ পৃষ্ঠার পর

আছেন, এবার তাঁরা ভালো দাম পাননি। সে কারণে আলু চাষিদের প্রণোদনা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হবে। তবে আশার কথা পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়নি। গ্রীষ্মকালীন মুড়িকাটা পেঁয়াজও কিছুদিনের মধ্যে বাজারে চলে আসবে। বাজারে পেঁয়াজের কোনো ঘাটতি হবে না। কিছু কিছু অসাধু গোষ্ঠী এই পণ্যটির দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। তবে তারা সফল হবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, দেশে বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই। ছোট খাটো দুয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, আপনারা মিডিয়ায় দেখেছেন, আমরা সাথে সাথে অ্যাকশন নিয়েছি। কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন দলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো শঙ্কা নেই।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি তথ্য বার্তা

৪৯তম বর্ষ ❑ সপ্তম সংখ্যা
❑ কার্তিক-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সারের কোনো সংকট নেই, দামও বাড়ানো হবে না – মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, এবার বোরো ধান লক্ষমাত্রার চেয়ে ১৫ লক্ষ মে. টন বেশি উৎপাদিত হয়েছিলো। এ মৌসুমে আমনের বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছি। শাক সবজির দামও নাগালে রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। সারের কোন সংকট নেই, দামও কোন অবস্থায় বাড়ানো হবে না। সার ডিলার নিয়োগে নতুন নীতিমালা প্রায় চূড়ান্ত। কৃষকের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সকল কাজ করা হচ্ছে। কৃষির জন্য ২০৫০ সাল পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে মাননীয় উপদেষ্টা জানান।

গত ০৫ নভেম্বর ২০২৫ গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং কৃষি উৎপাদন, সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রীফকালে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য। নির্বাচনকে মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ প্রচেষ্টায় নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। জনগণ নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে, তাই সব ধরনের

গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে কৃষি উৎপাদন, সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা

প্রোপাগান্ডা ব্যর্থ হবে বলে উপদেষ্টা মন্তব্য করেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ সময় সামাজিক মাধ্যমে ১৩তম সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য ও প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহবান জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মালিক, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অ্যাক্টিং *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

"Transforming Bangladesh Agriculture : Outlook ২০৫০" শীর্ষক কর্মশালা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত

কুমিল্লায় "Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০" শীর্ষক কর্মশালা ১৩/১১/২০২৫ খ্রি: তারিখে, বার্ড, কুমিল্লাতে (TARAPS) Project, Ministry of Agriculture কর্তৃক আয়োজিত "Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায়, পিপিসি অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ড, কুমিল্লার মহাপরিচালক সাইফ উদ্দিন আহমেদ; Martin Maugustini, Technical Advisor, AsTP, FAO। সম্মানিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কুমিল্লা, মো: সাইফুল ইসলাম। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত পাঠের পর মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিপিসি অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান। প্রধান অতিথি, মাননীয় সচিব মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১*

আমনের বাম্পার ফলনের প্রত্যাশা মাননীয় কৃষি উপদেষ্টার

চলতি মৌসুম আমনের বাম্পার ফলন হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন, মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো: জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। উপদেষ্টা সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে এ মন্তব্য করেন। বাজারে আমনের চাষ ভালো হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'এবার আমনের চাষ ও ফলন ভালো হয়েছে। আমরা একটি দাম নির্ধারণ করে দিয়েছি। আমনের প্রতি কেজি চৌত্রিশ টাকা, আতপ চাল ঊনপঞ্চাশ টাকা ও সিদ্ধ চাল পঞ্চাশ টাকা কেজি। উপদেষ্টা বলেন, এ মৌসুমে সবজির উৎপাদনও খুবই ভালো। বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো, দামও সহনীয় পর্যায়ে আছে। এবার আলু চাষিরা বড় ধরনের লোকসানে *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অদা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd